তারিখ
SEP. 25 2002

মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অপ্রতিকর ঘটনা

ইউএনওর সঙ্গে কলেজ শিক্ষকের ঝগড়ায় চাঁদপুরে তোলপাড়

ফারুক আহম্মদ চাঁদপুর থেকে : জেলার ফরিদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ইন্টারভিউ বোর্ডে এক্সপোর্টের দায়িত্বে আসা চাঁদপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনৈক প্রভাষক ও ইউএনওর মধ্যে সংঘটিত প্রীতিকর ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় চলছে চাঁদপুরে। জেলা প্রশাসন ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বৈরী সম্পর্ক। একই সঙ্গে এ ঘটনা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে নাগরিক সমাজকেও। বিরোধের সম্মানজনক সমাধান দিতে গত সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের বাংলোয় প্রশাসন, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে গত মঙ্গলবার দিনভর ফরিদগঞ্জে অবস্থান করেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ফরিদগঞ্জে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ পৌরনীতির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ইন্টারভিউ ছিল। ওই দিন নিয়োগ বোর্ডে পৌরনীতির কোনো প্রার্থী উপস্থিত না হওয়ায় ঐ বিষয়ের পরীক্ষাটি বাতিল হয়ে যায়। বিধি মোতাবেক ইন্টারভিউ বোর্ডও ঐ মাদ্রাসায় পরিচালনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্থায়ী পদের এক্সপোর্ট ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের পরামর্শে স্থায়ী পদে লিখিত পরীক্ষা শুরু করে দেন।

এদিকে নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ ঘণ্টা পরে পৌরনীতি বিষয়ের এক্সপোর্ট হিসেবে আসেন চাঁদপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক সিদি মাহমুদ চৌধুরী।

শুরুর বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি যদিও এটি তার বিষয় ছিল না।

সামান্য এ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি এ সময় অহেতুক বিতর্ক জড়িয়ে পড়েন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি চড়াও হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ওপরে। পরিস্থিতির আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐ প্রভাষককে শেষ পর্যন্ত থানা পুলিশ সোপর্দ করা হয়। আর এ ঘটনা উল্টো রূপ নিয়ে দ্রুত পৌছেঁ যায় চাঁদপুর শহরে। সংবাদ মাধ্যম ও দায়িত্বশীল কিছু মানুষ বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রচার করে, বিক্ষুব্ধ করে তোলে গোটা শিক্ষক ও ছাত্র সমাজকে। ধর্মঘট, মানববন্ধ আর মামলা-পাল্টা মামলার মুখোমুখি অবস্থান নেয় সরকারি প্রশাসন ও শিক্ষক সমাজ। এ নিয়ে গত ১ সপ্তাহ ধরে দুপক্ষের মধ্যে চলে বিবৃতি যুদ্ধ। আড়াল হয়ে যায় প্রকৃত ঘটনা। শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটি পৌছে যায় সরকারের উচ্চ মহলে। অবশেষে শিক্ষক পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও জেলা প্রশাসন দু'পক্ষের মধ্যে সম্মানজনক সমাধানে পৌছতে জেলা প্রশাসকের বাংলোয় গত সোমবার গভীররাত পর্যন্ত রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে।

এদিকে গত মঙ্গলবার দিনভর জেলা প্রশাসক আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান ঘটনাস্থল ফরিদগঞ্জে অবস্থান করে ঐ দিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা শোনের এবং তাদের লিখিত বক্তব্য নেন। বর্তমানে এ অনভিপ্রেত ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গোটা চাঁদপুরে এক ঘোলাটে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।